IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 1, February 2025
Impact Factor: 7.67

উৎপল দত্তের ‘টিনের তলোয়ার’: প্রসঙ্গ রাজনৈতিক ও স্বদেশ চেতনা

Utpal Dutter “Tiner Tolowar”: Proshongo Rajnoitik o Swadesh Chetona

Tapan Biswas
Sact-1, Sundarban Mahavidyalaya, Kakdwip, South24Parganas

সারাংশ : উৎপল দত্তের ‘টিনের তলোয়ার’ বাংলা রাজনৈতিক নাট্যধারার এক গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি। নাটকটি সরাসরি কোনো একরৈখিক রাজনৈতিক প্রচারপত্র নয়; বরং নাটকের ভেতরে নাটক, উনিশ শতকের বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস, অভিনেতা-অভিনেত্রীর সামাজিক অবস্থান, ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি-রাজনীতি এবং জনগণের স্বদেশচেতনার বিকাশকে জটিল নাট্যরীতির মাধ্যমে উপস্থাপন করে। উৎপল দত্ত তাঁর নাট্যকর্মে ইতিহাসকে কেবল অতীতের ঘটনা হিসেবে দেখেননি; তিনি ইতিহাসকে বর্তমান রাজনীতি, শ্রেণিসংগ্রাম, ঔপনিবেশিক বিরোধিতা এবং গণচেতনার আলোকে পুনর্বিন্যাস করেছেন। ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকে উনিশ শতকের কলকাতার নাট্যমঞ্চ কেবল বিনোদনের স্থান নয়; এটি রাজনৈতিক বিরোধ, স্বদেশি আত্মপরিচয়, সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ এবং সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্র। নাটকের ‘টিনের তলোয়ার’ প্রতীকটি বাহ্যিক দুর্বলতা সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রতিবাদের সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে। টিনের তলোয়ার লোহার তলোয়ারের মতো শক্তিশালী নয়, কিন্তু তার প্রতীকী শক্তি শাসন, ভণ্ডামি, সামাজিক অবমাননা ও ঔপনিবেশিক আধিপত্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। এই গবেষণা-প্রবন্ধে ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকে রাজনৈতিক চেতনা ও স্বদেশ চেতনার বহুমাত্রিক প্রকাশ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আলোচনায় দেখা যায়, নাটকটি জনগণের ইতিহাস, প্রান্তিক শিল্পীর মর্যাদা, ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির বিরোধিতা, জাতীয় আত্মপরিচয় এবং গণনাট্যের রাজনৈতিক সম্ভাবনাকে একত্রে ধারণ করে। উৎপল দত্তের দৃষ্টিতে থিয়েটার শুধু মঞ্চশিল্প নয়; এটি জনতার রাজনৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্র, প্রতিবাদের ভাষা এবং জাতীয় চেতনা নির্মাণের সাংস্কৃতিক মাধ্যম। তাই ‘টিনের তলোয়ার’ বাংলা নাট্যসাহিত্যে রাজনৈতিক ও স্বদেশচেতনার এক শক্তিশালী দলিল।

মূলশব্দ : উৎপল দত্ত, টিনের তলোয়ার, রাজনৈতিক চেতনা, স্বদেশ চেতনা, বাংলা থিয়েটার, ঔপনিবেশিকতা, গণনাট্য, জাতীয়তাবাদ, প্রান্তিক শিল্পী, নাটকের ভেতরে নাটক।

১. ভূমিকা

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে উৎপল দত্ত এমন এক নাট্যব্যক্তিত্ব, যিনি নাটককে কেবল সাহিত্যিক বা নান্দনিক শিল্পরূপ হিসেবে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তাঁর কাছে নাটক ছিল রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করার মাধ্যম, ইতিহাসের পুনর্ব্যাখ্যার ক্ষেত্র এবং জনসাধারণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সাংস্কৃতিক অস্ত্র। তিনি অভিনেতা, পরিচালক, নাট্যকার, সংগঠক ও নাট্যতাত্ত্বিক—এই সব পরিচয়ের সমন্বয়ে বাংলা থিয়েটারের রাজনৈতিক ধারাকে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাঁর নাটকে ইতিহাস, রাজনীতি, শ্রেণিসংগ্রাম, ঔপনিবেশিকতা, রাষ্ট্রীয় দমননীতি এবং জনতার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নানা মাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে।

‘টিনের তলোয়ার’ উৎপল দত্তের এমন একটি নাটক যেখানে রাজনৈতিক চেতনা সরাসরি স্লোগানে নয়, বরং নাট্যরীতি, চরিত্র, প্রতীক, ইতিহাস ও মঞ্চ-পরিস্থিতির মাধ্যমে নির্মিত হয়েছে। নাটকটি উনিশ শতকের বাংলা রঙ্গমঞ্চকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও এর বক্তব্য কেবল অতীতনির্ভর নয়। নাটকের অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক শক্তি বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত। উৎপল দত্ত ইতিহাসকে

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 1, February 2025 Impact Factor: 7.67

বর্তমানের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেখিয়েছেন যে অতীতের নাট্যমঞ্চ, অভিনেতা, দর্শক এবং সমাজের দ্বন্দ্ব আসলে এক বৃহত্তর রাজনৈতিক বাস্তবতার অংশ।

নাটকের ভেতরে নাটক বা metatheatre রীতির ব্যবহারে 'টিনের তলোয়ার' বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে দর্শক শুধু নাট্যকাহিনি দেখে না; সে নাটক তৈরির প্রক্রিয়া, অভিনয়শিল্পীর সংকট, সামাজিক প্রতিরোধ, সংস্কৃতির বাণিজ্যিকীকরণ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার চাপও দেখতে পায়। ফলে নাট্যাভিনয় নিজেই নাটকের বিষয় হয়ে ওঠে। মঞ্চ আর বাস্তব জীবনের দূরত্ব কমে যায়। এই রীতির মাধ্যমে উৎপল দত্ত দেখান, থিয়েটার নিজেই একটি রাজনৈতিক ক্ষেত্র, যেখানে ক্ষমতা, প্রতিরোধ, স্বদেশি আত্মপরিচয় এবং গণচেতনার সংঘাত ঘটে।

'টিনের তলোয়ার' নামটিও গভীর প্রতীকবাহী। টিনের তৈরি তলোয়ার বাস্তব যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে দুর্বল; কিন্তু নাটকে এই দুর্বলতা প্রতীকে পরিণত হয়। প্রান্তিক, অপমানিত, দরিদ্র ও সামাজিকভাবে অবজ্ঞাত শিল্পীরা হয়তো বাহ্যিক ক্ষমতার অধিকারী নয়, কিন্তু তাদের শিল্প, কণ্ঠ, অভিনয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের শক্তি শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলে। তাই টিনের তলোয়ার বাস্তব অস্ত্র না হলেও সাংস্কৃতিক অস্ত্র। এটি শোষিতের প্রতিবাদ, শিল্পীর আত্মমর্যাদা এবং স্বদেশচেতনার বিকল্প রূপ।

এই প্রবন্ধে 'টিনের তলোয়ার' নাটকের রাজনৈতিক ও স্বদেশচেতনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রাজনৈতিক চেতনা বলতে এখানে রাষ্ট্র, শাসন, শ্রেণি, ক্ষমতা, প্রান্তিকতা ও দমননীতির বিরুদ্ধে নাটকের অবস্থান বোঝানো হয়েছে। স্বদেশ চেতনা বলতে বোঝানো হয়েছে দেশ, জাতিসত্তা, সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়, ঔপনিবেশিক বিরোধিতা এবং জনগণের নিজস্ব ইতিহাসবোধ। নাটকটি এই দুই চেতনাকে আলাদা করে না; বরং রাজনৈতিক চেতনার মধ্যেই স্বদেশচেতনার জন্ম ও বিকাশ ঘটায়।

২. সাহিত্য পর্যালোচনা

উৎপল দত্ত ও তাঁর রাজনৈতিক নাট্যচর্চা নিয়ে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়েছে। তবে 'টিনের তলোয়ার' নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। অধিকাংশ গবেষক উৎপল দত্তের নাট্যজীবন, মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, গণনাট্য, যাত্রা, ইতিহাসচর্চা এবং ঔপনিবেশিকতার পুনর্ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে নাটকটির গুরুত্ব আলোচনা করেছেন।

১. রুস্তম ভরুচা (১৯৮৩) তাঁর ***Rehearsals of Revolution:*** *The Political Theatre of Bengal*গ্রন্থে বাংলা রাজনৈতিক থিয়েটারের বিপ্লবী সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, উৎপল দত্ত ইতিহাস ও নাট্যরীতিকে রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে যুক্ত করে দর্শকের মধ্যে সামাজিক প্রশ্ন জাগিয়ে তোলেন। 'টিনের তলোয়ার'-এর মতো নাটকে অতীত ইতিহাস বর্তমানের রাজনৈতিক সংকটকে আলোকিত করে।

২. মালিনী ভট্টাচার্য (১৯৮৩) আইপিটিএ ও বাংলার গণনাট্য আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে দেখিয়েছেন যে বাংলা থিয়েটার কেবল মঞ্চকলা নয়; এটি সংগঠিত রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ। উৎপল দত্তের নাট্যচর্চা এই গণনাট্য ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হলেও তিনি নিজের নাট্যভাষা নির্মাণে ঐতিহাসিক নাটক, যাত্রা ও প্রোসেনিয়াম মঞ্চকে নতুনভাবে ব্যবহার করেন।

৩. নন্দী ভাটিয়া (১৯৯৯) উৎপল দত্তের 'মহাবিদ্রোহ' প্রসঙ্গে ঔপনিবেশিক ইতিহাসের নাট্যরূপ বিশ্লেষণ করেন। তাঁর আলোচনা থেকে বোঝা যায়, উৎপল দত্ত ইতিহাসকে জাতীয়তাবাদী আবেগের একমাত্রিক পুনরাবৃত্তি করেন না; বরং ইতিহাসের ভিতরে শ্রেণি, ক্ষমতা ও প্রতিরোধের দ্বন্দ্বকে দৃশ্যমান করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি 'টিনের তলোয়ার' বিশ্লেষণেও প্রাসঙ্গিক।

৪. নন্দী ভাটিয়া (২০০৪) *Acts of Authority, Acts of Resistance*গ্রন্থে উপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতীয় থিয়েটারে ক্ষমতা ও প্রতিরোধের সম্পর্ক আলোচনা করেছেন। উৎপল দত্তের নাটকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ বারবার ফিরে আসে। 'টিনের তলোয়ার'-এ প্রান্তিক শিল্পী ও থিয়েটারকর্মীর অবস্থান এই প্রতিরোধেরই নাট্যরূপ।

৫. অপরণা ভর্গব ধারওয়াডকর (২০০৫) আধুনিক ভারতীয় নাট্য ও স্বাধীনোত্তর নগর-থিয়েটারের ইতিহাসে উৎপল দত্তকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন। তাঁর মতে, স্বাধীনতার পর ভারতীয় থিয়েটার আত্মসচেতন, রাজনৈতিক ও পরীক্ষামূলক হয়ে ওঠে। 'টিনের তলোয়ার'-এর নাটকের ভেতরে নাটক রীতি এই আত্মসচেতন নাট্যরীতির উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 1, February 2025
Impact Factor: 7.67

৬. সুদীপ্ত চ্যাটার্জি (২০০৭) ঔপনিবেশিক কলকাতার মঞ্চ ও নাট্যসংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর গবেষণা দেখায় যে উনিশ শতকের বাংলা থিয়েটার ঔপনিবেশিক নগর-সংস্কৃতি, মধ্যবিত্ত জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। ‘টিনের তলোয়ার’ এই ঐতিহাসিক মঞ্চ-সংস্কৃতিকে রাজনৈতিকভাবে পুনর্নির্মাণ করে।

৭. অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়/বানার্জি (২০১২) উৎপল দত্তের রাজনৈতিক থিয়েটারকে বিপ্লবী প্রচার, গণসংযোগ এবং নাট্যকৌশলের দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর আলোচনায় উৎপল দত্তের থিয়েটার দর্শককে নিষ্ক্রিয় ভোক্তা হিসেবে নয়, রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে কল্পনা করে।

৮. ধ্রুব দেববর্মন (২০১৪) উৎপল দত্তের যাত্রা ও জনপ্রিয় নাট্যরূপের রাজনৈতিক ব্যবহার আলোচনা করেছেন। তিনি দেখান, জনপ্রিয় রূপ রাজনৈতিক হতে পারে, যদি তা জনগণের ভাষা, অভিজ্ঞতা ও সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়। ‘টিনের তলোয়ার’ প্রোসেনিয়াম মঞ্চে থেকেও জনমুখী রাজনৈতিকতার শক্তি ধারণ করে।

৯. পার্থ চ্যাটার্জি (২০১৬) থিয়েটার ও গণতান্ত্রিক জনপরিসরের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে মেলোড্রামা, জনআবেগ এবং বাস্তবতার নাট্যরূপ রাজনৈতিক থিয়েটারের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। উৎপল দত্তের নাটকে আবেগ ও ইতিহাস রাজনৈতিক শিক্ষার মাধ্যম হয়ে ওঠে।

১০. পূর্ণা চৌধুরী (২০২৩) ‘The Sword Unsheathed: Utpal Dutt’s Tiner Tolowar and Crisis of Performance’ প্রবন্ধে ‘টিনের তলোয়ার’-কে performance crisis, ইতিহাস ও postmodern নাট্যপাঠের আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর আলোচনায় নাটকটি শুধু ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ নয়; এটি অভিনয়, দর্শক, বাস্তবতা ও রাজনৈতিক অর্থ নির্মাণের সংকটকে সামনে আনে।

১১. মল্লারিকা সিংহ রায় (২০২৪) উৎপল দত্তের রাজনৈতিক থিয়েটারকে উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতীয় পরিসরে পুনর্বিবেচনা করেছেন। তিনি উৎপল দত্তের মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, ঔপনিবেশিক ইতিহাসের পুনর্লিখন এবং অধীনস্থ মানুষের রাজনৈতিক অবস্থানকে তাঁর নাট্যকর্মের কেন্দ্র হিসেবে দেখিয়েছেন।

উপরের গবেষণাগুলি প্রমাণ করে যে উৎপল দত্তের নাটক বিশ্লেষণ করতে হলে কেবল সাহিত্যিক কাহিনি নয়, ইতিহাস, রাজনীতি, শ্রেণি, দর্শক, মঞ্চ ও অভিনয়—সবকিছুকে একসঙ্গে বিবেচনা করতে হয়। বর্তমান প্রবন্ধ ‘টিনের তলোয়ার’-এ রাজনৈতিক ও স্বদেশ চেতনার পারস্পরিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে এই আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

৩. গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো উৎপল দত্তের ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকে রাজনৈতিক ও স্বদেশ চেতনার রূপ বিশ্লেষণ করা। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলি হলো—

১. ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকে রাজনৈতিক চেতনার প্রকৃতি ও প্রকাশ বিশ্লেষণ করা।
২. নাটকে স্বদেশ চেতনা, জাতীয় আত্মপরিচয় ও ঔপনিবেশিক বিরোধিতার রূপ নির্ণয় করা।
৩. নাটকের ভেতরে নাটক, ইতিহাসচর্চা ও মঞ্চ-প্রতীকের মাধ্যমে রাজনৈতিক বক্তব্য কীভাবে নির্মিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করা।
৪. প্রান্তিক অভিনেতা, নারীশিল্পী ও নিম্নবর্গীয় মানুষের অবস্থানের মাধ্যমে উৎপল দত্তের গণমুখী নাট্যভাবনা আলোচনা করা।
৫. ‘টিনের তলোয়ার’-এর সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা, বিশেষত রাষ্ট্রীয় দমন, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও জনগণের রাজনৈতিক চেতনার প্রসঙ্গে মূল্যায়ন করা।

৪. গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় গুণগত সাহিত্যবিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রধান পাঠ্য হিসেবে উৎপল দত্তের ‘টিনের তলোয়ার’ নাটককে গ্রহণ করা হয়েছে। নাটকের কাহিনি, চরিত্র, সংলাপ, প্রতীক, নাট্যরীতি ও মঞ্চ-সংগঠন বিশ্লেষণের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও স্বদেশ চেতনার মাত্রা নির্ণয় করা হয়েছে।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 1, February 2025
Impact Factor: 7.67

গবেষণায় চারটি বিশ্লেষণী পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমত, পাঠভিত্তিক বিশ্লেষণ, যেখানে নাটকের অন্তর্গত কাহিনি, চরিত্র, প্রতীক ও সংলাপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিক-প্রাসঙ্গিক পদ্ধতি, যেখানে উনিশ শতকের বাংলা রঙ্গমঞ্চ, ঔপনিবেশিক কলকাতা, স্বদেশি সংস্কৃতি ও স্বাধীনোত্তর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচিত হয়েছে। তৃতীয়ত, মার্কসবাদী ও উত্তর-ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি, যার মাধ্যমে শ্রেণি, ক্ষমতা, শোষণ, জাতীয়তাবাদ ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের প্রশ্ন আলোচিত হয়েছে। চতুর্থত, পারফরম্যান্স স্টাডিজ পদ্ধতি, যেখানে নাটকের ভেতরে নাটক, দর্শকের ভূমিকা, অভিনয়শিল্পীর সামাজিক অবস্থান এবং মঞ্চকে রাজনৈতিক ক্ষেত্র হিসেবে দেখা হয়েছে।

গবেষণাটি মূলত ব্যাখ্যামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী। এখানে পরিসংখ্যানভিত্তিক তথ্য ব্যবহার করা হয়নি; বরং পাঠ, প্রেক্ষাপট ও পূর্ববর্তী গবেষণার তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়েছে।

৫. মূল বিষয়বস্তুর পর্যালোচনা

৫.১ উদ্দেশ্য এক: নাটকে রাজনৈতিক চেতনার প্রকৃতি

‘টিনের তলোয়ার’-এর রাজনৈতিক চেতনা সরাসরি দলীয় স্লোগান বা প্রচারণায় সীমাবদ্ধ নয়। উৎপল দত্ত রাজনীতিকে মানুষের জীবন, শিল্প, সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছেন। নাটকে রাজনৈতিক চেতনা প্রকাশিত হয়েছে শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে শিল্পীর অবস্থানে, প্রান্তিক মানুষের আত্মমর্যাদায়, ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির বিরোধিতায় এবং মঞ্চকে জনমতের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহারে।

নাটকের ভেতরে উনিশ শতকের বাংলা থিয়েটারের পরিবেশ নির্মিত হলেও এর ভিতরে স্বাধীনোত্তর সমাজের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বও প্রতিফলিত। উৎপল দত্ত দেখাতে চেয়েছেন, শাসকশ্রেণি সব সময়ে শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, কারণ শিল্প মানুষের চেতনা জাগ্রত করতে পারে। নাটক তাই ক্ষমতার জন্য বিপজ্জনক। ‘টিনের তলোয়ার’ এই অর্থে শিল্পের স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার নাটক।

নাটকের রাজনৈতিক চেতনা শ্রেণি-সচেতনও। প্রান্তিক অভিনেতা-অভিনেত্রী, দরিদ্র শিল্পী, বঞ্চিত মানুষ এবং সামাজিকভাবে অবমানিত চরিত্রেরা নাটকের কেন্দ্রে চলে আসে। উৎপল দত্ত তাঁদের কেবল করুণার বিষয় করেননি; বরং তাঁদের মধ্যেই প্রতিবাদের সম্ভাবনা দেখেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর মার্কসবাদী নাট্যভাবনার সঙ্গে সম্পর্কিত। সমাজের তথাকথিত নিম্নস্তরের মানুষই ইতিহাসের সক্রিয় নির্মাতা হতে পারে—নাটক এই বিশ্বাসকে নাট্যরূপ দেয়।

৫.২ উদ্দেশ্য দুই: স্বদেশ চেতনা ও জাতীয় আত্মপরিচয়

‘টিনের তলোয়ার’-এ স্বদেশ চেতনা প্রচলিত আবেগপূর্ণ দেশপ্রেমে সীমাবদ্ধ নয়। এখানে স্বদেশ চেতনা গড়ে ওঠে সংস্কৃতির অধিকার, জনগণের ভাষা, সামাজিক মর্যাদা এবং ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের মাধ্যমে। উনিশ শতকের বাংলা থিয়েটার ঔপনিবেশিক নগরজীবনের মধ্যে জন্ম নিলেও তা ধীরে ধীরে স্বদেশি আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

নাটকে স্বদেশ চেতনার একটি বড় দিক হলো ইতিহাসের পুনরুদ্ধার। উৎপল দত্ত উনিশ শতকের নাট্যশিল্পীদের স্মরণ করেন, কিন্তু তাঁদের নিছক রোমান্টিক করে তোলেন না। তিনি দেখান, তারা সামাজিক অবজ্ঞা, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, নৈতিক ভণ্ডামি এবং ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক চাপের মধ্যে থেকেও একটি জনমুখী নাট্যভাষা নির্মাণ করেছিলেন। এই নাট্যভাষাই স্বদেশ চেতনার উৎস।

স্বদেশ চেতনা এখানে “দেশ” শব্দের ভৌগোলিক অর্থের বাইরে গিয়ে সাংস্কৃতিক আত্মমর্যাদার প্রশ্নে পৌঁছায়। যে শিল্পী সমাজে অবমানিত, যে নারী মঞ্চে আসার জন্য নিন্দিত, যে দরিদ্র মানুষ উচ্চবিত্ত সমাজের চোখে অশ্রদ্ধেয়—তাদের কণ্ঠ ও শরীর যখন মঞ্চে উঠে আসে, তখন স্বদেশের প্রকৃত মুখ দৃশ্যমান হয়। উৎপল দত্তের কাছে স্বদেশ মানে কেবল শাসিত ভূখণ্ড নয়; স্বদেশ মানে তার জনগণ, তাদের শ্রম, তাদের ভাষা, তাদের দুঃখ, তাদের বিদ্রোহ এবং তাদের সাংস্কৃতিক অধিকার।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 1, February 2025
Impact Factor: 7.67

৫.৩উদ্দেশ্যতিন: নাটকেরভেতরেনাটকওরাজনৈতিকবক্তব্য

‘টিনের তলোয়ার’-এর নাট্যরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো নাটকের ভেতরে নাটক। এই রীতির ফলে নাটক নিজেই নিজের নির্মাণপ্রক্রিয়া দর্শকের সামনে উন্মুক্ত করে। দর্শক দেখে কীভাবে নাটক তৈরি হয়, কীভাবে অভিনেতা চরিত্রে প্রবেশ করে, কীভাবে সামাজিক বাস্তবতা অভিনয়ের মধ্যে মিশে যায় এবং কীভাবে মঞ্চ রাজনৈতিক অর্থ তৈরি করে।

এই রীতির রাজনৈতিক তাৎপর্য গভীর। সাধারণ নাটকে দর্শক কাহিনির ভিতরে ঢুকে পড়ে; কিন্তু ‘টিনের তলোয়ার’-এ দর্শককে বারবার মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে সে একটি মঞ্চ-প্রক্রিয়া দেখছে। ফলে দর্শক আবেগে ভেসে গেলেও সমালোচনামূলক দূরত্ব বজায় রাখে। এই দূরত্বই রাজনৈতিক চিন্তার সুযোগ সৃষ্টি করে।

নাটকের ভেতরে নাটক রীতি ইতিহাসের পুনর্নির্মাণেও সাহায্য করে। উৎপল দত্ত উনিশ শতকের থিয়েটারকে পুনরায় মঞ্চে আনেন, কিন্তু সেই অতীতকে বর্তমানের প্রশ্নে উন্মুক্ত করেন। নাট্যদল, মহড়া, অভিনয়, দর্শক এবং সামাজিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বোঝা যায়, থিয়েটার কখনও নিরপেক্ষ নয়। এটি ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কিত, আবার প্রতিরোধের সঙ্গেও সম্পর্কিত।

‘টিনের তলোয়ার’ প্রতীকটিও এই রীতির সঙ্গে যুক্ত। টিনের তলোয়ার বাস্তব যুদ্ধে অকার্যকর, কিন্তু মঞ্চে তা অত্যন্ত কার্যকর। কারণ নাট্যমঞ্চে প্রতীক বাস্তব অস্ত্রের চেয়ে বেশি রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করতে পারে। শিল্প, অভিনয় ও প্রতীক—এই তিনের মিলনে নাটক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক প্রতিবাদে পরিণত হয়।

৫.৪ উদ্দেশ্য চার: প্রান্তিক শিল্পী, নারীশিল্পী ও গণমুখী নাট্যভাবনা

নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো প্রান্তিক শিল্পীদের প্রতি শ্রদ্ধা। উনিশ শতকের বাংলা রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সামাজিক মর্যাদা স্থিতিশীল ছিল না। বিশেষত নারীশিল্পীদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সন্দেহ, নিন্দা ও অবমাননায় পূর্ণ। উৎপল দত্ত এই বাস্তবতাকে নাটকে স্থান দিয়েছেন এবং দেখিয়েছেন যে মঞ্চে দাঁড়ানো মানেই কেবল অভিনয় নয়; এটি সামাজিক সাহসের কাজ।

প্রান্তিক শিল্পীর জীবন নাটকে রাজনৈতিক অর্থ পায়। সমাজ যে মানুষকে অবজ্ঞা করে, সেই মানুষই মঞ্চে উঠে সমাজের ভণ্ডামি প্রকাশ করে। এই অবস্থান উৎপল দত্তের গণমুখী নাট্যভাবনার সঙ্গে যুক্ত। তাঁর কাছে থিয়েটার অভিজাত বিনোদন নয়; এটি শ্রমজীবী, প্রান্তিক, বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষের ভাষা হতে পারে।

নারীশিল্পীর অবস্থান বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। মঞ্চে নারীর উপস্থিতি সমাজের পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণকে প্রশ্ন করে। যে সমাজ নারীকে ঘরের ভিতরে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়, সেই সমাজের সামনে নারী যখন চরিত্র, সংলাপ, শরীর ও কণ্ঠ নিয়ে দাঁড়ায়, তখন তা স্বয়ং রাজনৈতিক ঘটনা হয়ে ওঠে। ‘টিনের তলোয়ার’-এ নারীশিল্পীর আত্মপ্রতিষ্ঠা তাই স্বদেশ চেতনার অংশ; কারণ দেশের স্বাধীনতা নারীর স্বাধীনতা ছাড়া পূর্ণ হতে পারে না।

৫.৫ উদ্দেশ্য পাঁচ: সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা

‘টিনের তলোয়ার’ আজও প্রাসঙ্গিক, কারণ শিল্প ও ক্ষমতার সংঘাত আজও শেষ হয়নি। রাষ্ট্র, বাজার, সামাজিক নৈতিকতা এবং রাজনৈতিক শক্তি আজও শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। কখনও সেন্সরশিপের মাধ্যমে, কখনও অর্থনৈতিক চাপের মাধ্যমে, কখনও সামাজিক আক্রমণের মাধ্যমে শিল্পীর কণ্ঠ রুদ্ধ করার চেষ্টা হয়। উৎপল দত্তের নাটক মনে করিয়ে দেয়, থিয়েটার স্বাধীন না হলে সমাজের রাজনৈতিক চেতনা দুর্বল হয়ে পড়ে।

বর্তমান সময়ে স্বদেশ চেতনার প্রশ্নও নতুনভাবে ভাবা জরুরি। স্বদেশ চেতনা যদি কেবল স্লোগান বা আনুষ্ঠানিক দেশপ্রেমে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তা মানবিক ও গণতান্ত্রিক হয় না। উৎপল দত্তের নাটক দেখায়, প্রকৃত স্বদেশ চেতনা গড়ে ওঠে মানুষের মর্যাদা, ভাষা, শ্রম, সংস্কৃতি ও স্বাধীনতার ভিতরে। যে দেশ তার প্রান্তিক শিল্পী, নারী, শ্রমজীবী মানুষ ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সম্মান দেয় না, তার স্বদেশচেতনা অসম্পূর্ণ।

‘টিনের তলোয়ার’ তাই শুধু অতীতের নাটক নয়; এটি বর্তমানেরও নাটক। এটি আমাদের জিজ্ঞাসা করে—শিল্প কাদের জন্য, ইতিহাস কারা লেখে, মঞ্চে কারা কথা বলে, আর কোন কণ্ঠস্বরকে সমাজ নীরব করতে চায়? এই প্রশ্নগুলিই নাটকটিকে সমকালীন করে তোলে।

৬. রাজনৈতিক চেতনার বিশদ ব্যাখ্যা

উৎপল দত্তের রাজনৈতিক চেতনা তাঁর নাট্যজীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। তিনি বিশ্বাস করতেন, নাটক সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো সৌন্দর্যচর্চা নয়। নাটক মানুষের জীবনসংগ্রাম, শ্রেণিবিরোধ, রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও মুক্তির স্বপ্নের সঙ্গে সম্পর্কিত। ‘টিনের তলোয়ার’-এ এই রাজনৈতিকতা অত্যন্ত শিল্পিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

নাটকে রাজনৈতিক চেতনার প্রথম স্তর হলো ক্ষমতার সমালোচনা। ঔপনিবেশিক সমাজে ক্ষমতা শুধু প্রশাসনে নয়; সংস্কৃতি, শিক্ষা, ভাষা ও নৈতিকতার মধ্যেও কাজ করে। উচ্চবিত্ত সমাজ, ঔপনিবেশিক শাসক, অর্থের মালিক এবং সামাজিক নীতিনির্ধারকেরা মিলে সংস্কৃতির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ‘টিনের তলোয়ার’-এ থিয়েটার এই নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় স্তর হলো জনতার ভূমিকা। উৎপল দত্তের নাটকে জনতা নীরব পটভূমি নয়। তারা ইতিহাসের কার্যকর শক্তি। মঞ্চে যারা অভিনয় করে, যারা দেখে, যারা হাসে, কাঁদে, প্রতিবাদ করে—সবাই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ। এই দৃষ্টিভঙ্গি নাটককে গণতান্ত্রিক করে তোলে।

তৃতীয় স্তর হলো ইতিহাসচেতনা। ইতিহাস কেবল রাজা, সাম্রাজ্য ও যুদ্ধের ইতিহাস নয়; ইতিহাস অভিনেতার, শ্রমিকের, নারীর, প্রান্তিক মানুষেরও। ‘টিনের তলোয়ার’ এই অবদমিত ইতিহাসকে সামনে আনে। উৎপল দত্ত ইতিহাসের ভেতর থেকে রাজনৈতিক শিক্ষা উদ্ধার করেন।

৭. স্বদেশ চেতনার বিশদ ব্যাখ্যা

স্বদেশ চেতনা বলতে সাধারণত নিজের দেশ, ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার প্রতি ভালোবাসাকে বোঝানো হয়। কিন্তু ‘টিনের তলোয়ার’-এ স্বদেশ চেতনা আরও গভীর। এখানে স্বদেশ মানে এমন এক সাংস্কৃতিক ভূখণ্ড, যেখানে মানুষের সম্মিলিত স্মৃতি, সংগ্রাম, শিল্প, ভাষা ও আত্মমর্যাদা জড়িত।

নাটকে উনিশ শতকের বাংলা রঙ্গমঞ্চ স্বদেশ চেতনার উৎসক্ষেত্র। ঔপনিবেশিক শাসনের ভিতরে দাঁড়িয়ে বাংলা ভাষায় নাটক করা, বাঙালি চরিত্র নির্মাণ করা, দেশীয় ইতিহাস ও সমাজকে মঞ্চে আনা—এসবই স্বদেশি সাংস্কৃতিক কাজ। উৎপল দত্ত দেখিয়েছেন, স্বদেশচেতনা অনেক সময় রাজনীতির আগে সংস্কৃতিতে জন্ম নেয়। গান, অভিনয়, মঞ্চ, ভাষা ও জনতার মিলন থেকেই জাতীয় আত্মপরিচয় তৈরি হয়।

এই স্বদেশচেতনা আত্মসমালোচনামূলকও। উৎপল দত্ত অন্ধ জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী নন। তিনি বাঙালি সমাজের ভণ্ডামি, নারী-বিদ্বেষ, শ্রেণিবিভাজন ও শিল্পী-অবমাননাকেও সমালোচনা করেন। অর্থাৎ তাঁর স্বদেশপ্রেম সমালোচনাহীন আবেগ নয়; বরং দেশের ভিতরের অসাম্য ও দমননীতিকে চিহ্নিত করার সাহস। এই কারণেই তাঁর স্বদেশ চেতনা গণমুখী ও প্রগতিশীল।

৮. ‘টিনের তলোয়ার’ প্রতীকের তাৎপর্য

নাটকের শিরোনামই তার প্রধান প্রতীক। টিনের তলোয়ার দুর্বল, ভঙ্গুর, হাস্যকর বলেও মনে হতে পারে। কিন্তু উৎপল দত্ত এই দুর্বলতাকেই শক্তিতে রূপান্তর করেছেন। এটি প্রান্তিক মানুষের অস্ত্র, শিল্পীর অস্ত্র, সংস্কৃতির অস্ত্র।

লোহার তলোয়ার রাষ্ট্রের, সেনাবাহিনীর, শাসকের। কিন্তু টিনের তলোয়ার মঞ্চের। লোহার তলোয়ার শরীর আঘাত করে; টিনের তলোয়ার চেতনা আঘাত করে। লোহার তলোয়ার মানুষকে ভয় দেখায়; টিনের তলোয়ার মানুষকে ভাবায়। এই প্রতীকের মধ্য দিয়ে উৎপল দত্ত দেখিয়েছেন, শিল্পের শক্তি বাহ্যিক শক্তির চেয়ে সূক্ষ্ম হলেও তা গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী।

টিনের তলোয়ার তাই রাজনৈতিক ব্যঙ্গও। এটি শাসকের অস্ত্রের অনুকরণ, কিন্তু সেই অনুকরণের মধ্যেই শাসকের ক্ষমতাকে হাস্যকর করে তোলে। নাট্যশিল্প রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অনুকরণ করে তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। এভাবে প্রতীকটি নাটকের রাজনৈতিক ও স্বদেশচেতনাকে সংহত করে।

৯. নাট্যরীতি ও মঞ্চভাষা

'টিনের তলোয়ার' নাটকের মঞ্চভাষা বহুমাত্রিক। এখানে ইতিহাস, মেলোড্রামা, ব্যঙ্গ, গান, অভিনয়, মহড়া, জনপরিসর এবং নাটকের ভেতরে নাটক একত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। উৎপল দত্ত জানতেন, রাজনৈতিক নাটক শুধু বক্তব্য দিয়ে সফল হয় না; তার জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী নাট্যরূপ।

নাটকের ভেতরে নাটক রীতি দর্শককে চিন্তাশীল করে তোলে। দর্শক বুঝতে পারে যে ইতিহাসও নির্মিত, নাটকও নির্মিত, রাজনৈতিক মতও নির্মিত। ফলে দর্শককে প্রশ্ন করতে শেখানো হয়। উৎপল দত্তের নাট্যরীতি এইভাবে দর্শককে রাজনৈতিক শিক্ষার প্রক্রিয়ায় যুক্ত করে।

মঞ্চভাষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো জনপ্রিয়তার ব্যবহার। উৎপল দত্ত অভিজাত পরীক্ষামূলকতা ও জনমুখী নাট্যরীতির মধ্যে সেতুবন্ধন করেছেন। তিনি জানতেন, জনতার সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে রাজনৈতিক নাটক কার্যকর হয় না। তাই তাঁর নাটকে ব্যঙ্গ, আবেগ, উত্তেজনা, নাটকীয়তা ও স্পষ্ট সংঘাত থাকে।

১০. উপসংহার

উৎপল দত্তের 'টিনের তলোয়ার' বাংলা নাট্যসাহিত্যে রাজনৈতিক ও স্বদেশ চেতনার এক অনন্য নাট্যরূপ। নাটকটি উনিশ শতকের বাংলা রঙ্গমঞ্চকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও এর বক্তব্য সময়ের সীমা অতিক্রম করে। এখানে থিয়েটার একদিকে ইতিহাসের স্মৃতি, অন্যদিকে বর্তমানের রাজনৈতিক প্রশ্ন।

গবেষণায় দেখা গেল, নাটকে রাজনৈতিক চেতনা প্রকাশিত হয়েছে ক্ষমতার সমালোচনা, প্রান্তিক শিল্পীর মর্যাদা, শ্রেণিসচেতনতা, মঞ্চের স্বাধীনতা এবং জনতার ভূমিকার মাধ্যমে। স্বদেশ চেতনা প্রকাশিত হয়েছে ভাষা, সংস্কৃতি, থিয়েটার, নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা, প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠ এবং ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের মধ্যে।

'টিনের তলোয়ার' নামটি নাটকের মূল দর্শনকে ধারণ করে। বাহ্যিকভাবে দুর্বল হলেও শিল্পের প্রতীকী শক্তি গভীর। নাটক দেখায়, শিল্পী ও জনতার কণ্ঠকে সহজে দমন করা যায় না। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, সামাজিক ভণ্ডামি ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে থিয়েটার হতে পারে টিনের তলোয়ার—দেখতে দুর্বল, কিন্তু চেতনার স্তরে ধারালো।

উৎপল দত্তের এই নাটক আজও আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে স্বদেশপ্রেম মানে কেবল দেশগান নয়; স্বদেশপ্রেম মানে মানুষের মর্যাদা রক্ষা, সংস্কৃতির স্বাধীনতা, ইতিহাসের পুনরুদ্ধার এবং শোষণের বিরুদ্ধে কণ্ঠ তোলা। তাই 'টিনের তলোয়ার' কেবল বাংলা নাটকের ঐতিহাসিক দলিল নয়; এটি রাজনৈতিক শিল্পের এক জীবন্ত উদাহরণ।

গ্রন্থপঞ্জি

১. দত্ত, উৎপল। *টিনের তলোয়ার*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ।

২. দত্ত, উৎপল। *উৎপল দত্ত নাটক সংগ্রহ*। বিভিন্ন খণ্ড। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ।

৩. দত্ত, উৎপল। *Towards a Revolutionary Theatre*। কলকাতা: সীগাল বুকস।

৪. দত্ত, উৎপল। *On Theatre*। কলকাতা: সীগাল বুকস।

৫. ভরুচা, রুস্তম। (১৯৮৩)। *Rehearsals of Revolution: The Political Theatre of Bengal*। Honolulu: University of Hawaii Press।

৬. ভট্টাচার্য, মালিনী। (১৯৮৩)। "The IPTA in Bengal." *Journal of Arts and Ideas*, ২, ৫–২২।

৭. ভাটিয়া, নন্দী। (১৯৯৯)। "Staging the 1857 Mutiny as 'The Great Rebellion': Colonial History and Post-Colonial Interventions in Utpal Dutt's 'Mahavidroh'." *Theatre Journal*, ৫১(২), ১৬৭–১৮৪।

৮. ভাটিয়া, নন্দী। (২০০৪)। *Acts of Authority, Acts of Resistance: Theatre and Politics in Colonial and Postcolonial India*। Ann Arbor: University of Michigan Press।

৯. ধারওয়াড়কর, অপরণা ভর্গব। (২০০৫)। *Theatres of Independence: Drama, Theory and Urban Performance in India since 1947*। Iowa: University of Iowa Press।

১০. চ্যাটার্জি, সুদীপ্ত। (২০০৭)। *The Colonial Staged: Theatre in Colonial Calcutta*। কলকাতা: সীগাল বুকস।

১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ণব। (২০১২)। "Rehearsals for a Revolution: The Political Theater of Utpal Dutt."

১২. দেববর্মন, ধ্রুব। (২০১৪)। "When the Popular is Political: The Case of Utpal Dutt's Jatra, with Focus on 'Sanyasir Tarobari'." *Indian Literature*, ৫৮(৬), ১৮৩–১৯১।

১৩. চ্যাটার্জি, পার্থ। (২০১৬)। "Theatre and the Publics of Democracy: Between Melodrama and Rational Realism." *Theatre Research International*, ৪১(৩), ২০২–২১৭।

১৪. চৌধুরী, পূর্ণা। (২০২৩)। "The Sword Unsheathed: Utpal Dutt's Tiner Tolowar and Crisis of Performance: A Postmodern Reading." In *Performance and Culture of Nationalism*। London: Routledge।

১৫. সিংহ রায়, মল্লারিকা। (২০২৪)। *Utpal Dutt and Political Theatre in Postcolonial India*। Cambridge University Press।

১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক ও দত্ত, উৎপল। (১৯৭২)। "Utpal Dutt Interviewed." *Enact*, ৬৮–৬৯, ১–৬।

১৭. দাস, প্রদীপ। (২০০৫)। "উৎপল দত্ত: তাঁর যাত্রা।" *উৎপল দত্ত: এক সামগ্রিক অবলোকন*। কলকাতা।

১৮. লাল, আনন্দ। সম্পাদিত। *The Oxford Companion to Indian Theatre*। New Delhi: Oxford University Press।

১৯. ব্রিটানিকা সম্পাদকমণ্ডলী। "Utpal Dutt." *Encyclopaedia Britannica*।

২০. সাহাপিডিয়া। "Utpal Dutt: The Indian Dramaturg।"